চুয়াডাঙ্গা আকাশ হত্যার সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে ট্রেন আটকে মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার সেনেরহুদা গ্রামের আব্দুল গাফফার আকাশ হত্যার সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে ট্রেন আটক করে মানববন্ধন করা হয়েছে।

উথলী ইউনিয়নবাসী ও শোকার্ত পরিবারের ব্যানারে রোববার সকাল সাড়ে ৮ টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত উথলী রেলস্টেশনে ২ ঘণ্টাব্যাপী এ মানববন্ধন করা হয়।

এসময় খুলনা হতে রাজশাহীগামী আন্তঃনগর কপোতাক্ষ ট্রেন সকাল ৯টা ২০ মিনিটের সময় উথলী রেলস্টেশনে পৌঁছালে মানববন্ধনের কারণে ট্রেনটি আটকা পড়ে। পরে সেনাবাহিনীর সদস্য, পুলিশ এবং এলাকাবাসীর সহযোগিতায় প্রায় ১ ঘণ্টা অপেক্ষার পর ট্রেনটি গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়।

এলাকাবাসী জানায়, রোববার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে সেনেরহুদা গ্রামসহ আশপাশের এলাকায় লোকজন মানববন্ধন কর্মসূচিতে অংশ নেয়। আকাশ হত্যার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানায় তারা। দাবি পূরণ না হলে পরবর্তীতে কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় মানববন্ধন থেকে। সকাল ৯টা ২০ মিনিটের দিকে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা রাজশাহীগামী আন্তঃনগর কপোতাক্ষ ট্রেন থামিয়ে ট্রেনের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে তারা।

মানববন্ধনে উথলী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, সেনেরহুদা জান্নাতুল খাদরা দাখিল মাদরাসার শিক্ষক মহিউদ্দিন, নিহত আকাশের বাবা জিন্নাত আলী বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যে তারা বলেন, আকাশকে পরিকল্পিতভাবে চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে হত্যা করা হয়েছে। আমরা এ হত্যার সুষ্ঠু বিচার দাবি করছি।

উল্লেখ, গত ২১ মে কপোতাক্ষ ট্রেনযোগে চুয়াডাঙ্গা থেকে বাড়ি ফেরার পথে জয়রামপুর আখ সেন্টারের নিকট রেল লাইনের পাশে পড়ে ছিল গাফফার আলী আকাশ (২৫) নামে এক যুবকের মরদেহ। এলাকাবাসীর ধারণা ট্রেন থেকে ছিটকে পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী এক যাত্রীর সাথে কথোপকথনের কল রেকর্ড হাতে পাওয়া গেছে। রেকর্ডে রাজশাহী থেকে ওঠা ওই ট্রেনের এক যাত্রী বলেছেন, আমরা ওই ট্রেনের ‘ঙ’ বগিতে ৭১ নম্বর সিটে বসে ছিলাম। এক পর্যায়ে দেখতে পাই লাল গেঞ্জি পরিহিত একটা ছেলেকে (আকাশ) বগিতে দায়িত্ব থাকা কয়েকজন লোক টেনে হেঁচড়ে দরজার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। দরজার কাছে নিয়ে যাওয়ার ৩০ সেকেন্ডের মধ্যেই ওই ছেলেকে ধাক্কা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। আমি জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি ছেলেটার মাথা নিচের দিক দিয়ে পড়ে যাচ্ছে। সেখানে দুইজন পুলিশ উপস্থিত ছিল। তাদের সামনেই এই ঘটনা ঘটে।

কল রেকর্ডে আরও শোনা যায়, তারা দর্শনা হল্ট স্টেশনে নামার পর ঘটনার সময় উপস্থিত থাকা কাদের নামের এক পুলিশের কাছে জানতে চায়, ছেলেটার অপরাধ কি ছিল? পুলিশ কোনো উত্তর না দিয়ে চলে যায়।

বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান আকাশ অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও শান্ত স্বভাবের ছেলে ছিলে। তার অকাল মৃত্যুরহস্য উদঘাটন করে প্রকৃত অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন এলাকাবাসী।

চুয়াডাঙ্গায় বিজিবি’র মাদক বিরোধী অভিযান, আটক-২

চুয়াডাঙ্গায় ৬ বিজিবি’র মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১০ কেজি গাঁজা ও ফেনসিডিলসহ দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের সাহাজুলের ছেলে শামীম হোসেন (৩৮) ও দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা গ্রামের আব্দুস সামাদের ছেলে আমিনুল ইসলামকে (৩১) আটক করেছে।

বিজিবি জানায়, গতকাল শনিবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) অধিনায়ক লেঃ কর্নেল মোঃ নাজমুল হাসানের নেতৃত্বে অভিযান চালায় চুয়াডাঙ্গা-ঝিনাইদহ হাইওয়ে সড়কের জাফরপুর বাজারের পাশে এ্যাম্বুশ করে। এসময় বিজিবি আভিযানিক দল সন্দেহভাজন ০২ জন মোটরসাইকেল আরোহীকে ঝিনাইদহ অভিমুখে যেতে দেখে চ্যালেঞ্জ করে।

সে সময় বিজিবিকে দেখে টহল দলের উপস্থিতি টের পেয়ে মোটর সাইকেল আরোহীগণ পালানোর চেষ্টা করলে বিজিবি আভিযানিকদল তাদেরকে ধাওয়া করে চুয়াডাঙ্গা-ঝিনাইদহ মহাসড়কের বদরগঞ্জ নয় মাইল নামক স্থান হতে আটক করে। বিজিবি তাদের মোটরসাইকেল ও ব্যাগে থাকা ১০ কেজি গাঁজা ও ২০ বোতল ফেনসিডিলসহ তাদেরকে আটক করে।

এ ঘটনায় নায়েক জিয়াউর রহমান, পিবিজিএম বাদী হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় মামলা মাদক আইনে মামলা করেছে। গতকালই তাদের দুজনকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করেছে।

চুয়াডাঙ্গায় সার ডিলারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কৃষকদের বিক্ষোভ ও মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের কৃষকদের উদ্যোগে বিতর্কিত সার ডিলার আকবর আলীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে এক মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল ১১টায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর এবং উপজেলা কৃষি অফিস প্রাঙ্গণে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারী শতাধিক কৃষক অভিযোগ করেন, বিসিআইসির সার ডিলার আকবর আলী দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত সার সরবরাহে অনিয়ম, অতিরিক্ত দামে সার বিক্রি এবং প্রকৃত কৃষকদের বাদ দিয়ে অযোগ্যদের মাঝে সার বিতরণসহ নানা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। ফলে কৃষকরা তাদের মৌসুমি চাষাবাদে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

কৃষক মো. সোহাগ হোসেন (৬০) জানান, “সরকার নির্ধারিত ১৩৫০ টাকার টিএসপি সার আমাদের ১৫০০ টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে। এছাড়াও সব ধরনের সার অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে কিনতে হচ্ছে। আবার অনেক সময় সারের যোগানই থাকে না। এতে আমরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি, তেমনি ফসল উৎপাদনেও বিঘ্ন ঘটছে।”

বেগমপুর ইউনিয়নের কৃষক আরিফ (৩২) বলেন, “ডিলার আকবর আলীর অবস্থান থাকার কথা বেগমপুরে, কিন্তু তিনি অবস্থান করেন হিজলগাড়ি ইউনিয়নে। এতে কৃষকদের অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে সেখানে যেতে হয় এবং সার সংগ্রহ করতে গিয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয়।” এছাড়াও অনেকেই বলেন, “আমরা বছরের পর বছর খেটে জমিতে ফসল ফলাই। অথচ সময়মতো সার না পেলে সেই ফসল উৎপাদনই দুরূহ হয়ে পড়ছে। এভাবে চলতে থাকলে কৃষিকাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হবো।”

মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারী কৃষকরা সরকারের কাছে আকবর আলীর বিরুদ্ধে দ্রুত তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবি জানান। তারা জানান, “আমরা প্রশাসনের প্রতি আস্থা রাখি। তবে যদি যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে ভবিষ্যতে আরও কঠোর আন্দোলনের দিকে যেতে বাধ্য হবো।”

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের আহ্বায়ক কমিটির সৌজন্য সাক্ষাৎ

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন জেলা জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের নবগঠিত আহ্বায়ক কমিটির নেতৃবৃন্দ। এ সময় তাঁকে ফুলের শুভেচ্ছা জানান কমিটির সদস্যরা।

সোমবার সকাল ১০টায় জেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। নবগঠিত কমিটির নেতৃবৃন্দ শরীফুজ্জামান শরীফের নির্দেশনায় সংগঠনকে আরোও সুসংগঠিত ও গতিশীল করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মোঃ শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, ‘এই পরিবর্তনটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। দীর্ঘ ১৬ বছর ফ্যাসিস্ট সরকারের শাসনামলে আইনজীবী ফোরামের নেতৃত্বে যারা ছিলেন, সেসময় আমাদের ওপর চলেছে নানা নির্যাতন ও নিপীড়ন। ভয়ের

আবহে আমাদের পথ চলতে হয়েছে। আমরা স্বৈরাচারবিরোধী লড়াই করে বহু চেষ্টা করেও কোনো সংগঠনকে সামনে এগিয়ে নিতে পারিনি।’

তিনি বলেন, ‘একটা সময় ছিল, যখন কেউ আইনজীবী ফোরামের সদস্য হতে চাইতো না। জোর করে সদস্য করা হতো। কিন্তু এখন পরিস্থিতি অনেকটাই বদলেছে। দেশে একটি সুষ্ঠু চর্চার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এই চর্চাকে অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে আমরা নতুন করে আবারও গণতান্ত্রিক ধারায় সামনে এগিয়ে যেতে পারি। নবগঠিত আইনজীবী ফোরামের এই কমিটির মাধ্যমে আমরা চাই সদস্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে সম্মেলন পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হোক।’

তিনি আরও বলেন, ‘চুয়াডাঙ্গায় অতীতে অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর প্রতি জেলা বিএনপিতে অনীহা ছিল। কেউ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়নি। তবে বর্তমান সভাপতি ও আমরা যারা এখন জেলা বিএনপির নেতৃত্বে রয়েছি, আমরা চাই সব সংগঠনকে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা করতে। আইনজীবী ফোরামের এই নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের বলবো, আপনারা আপনাদের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং একইসঙ্গে তাঁদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে আসুন।’ যেন তুলতে পারেন।’

শরীফুজ্জামান, নতুন কমিটির সদস্যদেরকে পূর্বের হতাশা ভুলে আগামী দিনের এই ফোরামকে আরও সুসংগঠিত ও শক্তিশালী রূপে গড়ে তুলতে একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

সাক্ষাতে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ আইনজীবী ফোরামের সাংগঠনিক কাঠামো ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা জজ আদালতের সরকারি কৌশুলী (জিপি) অ্যাড. আব্দুল খালেক, জেলা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাড. মারুফ সরোয়ার বাবু, চুয়াডাঙ্গা জেলা আইনজীবি সমিতি সাধারণ সম্পাদক আহসান আলী, নবগঠিত আইনজীবী ফোরামের আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক অ্যাড. আ.স.ম আব্দুর রউফ, সদস্য সচিব অ্যাড. মানজার আলী জোয়ার্দ্দার হেলাল, আইনজীবী ফোরামের নবগঠিত আহ্বায়ক কমিটির সদস্য অ্যাড. আব্দুল্লাহ আল মামুন, অ্যাড. সিরাজুল ইসলাম, অ্যাড. মো. বদিউজ্জামান, অ্যাড. খন্দকার অহিদুল আলম মানি খন্দকার, অ্যাড. রুবিনা পারভীন প্রমূখ।

চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে বিজিবি–বিএসএফ পতাকা বৈঠক

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে সাম্প্রতিক কিছু ইস্যু নিয়ে চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে পতাকা বৈঠক করেছে বিজিবি ও বিএসএফ। শনিবার সকাল ৯টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত ভারতের আহ্বানে জগন্নাথপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় শূন্যরেখার কাছে অনুষ্ঠিত হয় ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ের এ বৈঠক।

বৈঠকে অংশ নেন চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোঃ নাজমুল হাসান এবং ভারতের ১৬১ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট শ্রী সুভাষ চন্দ্র গাঙ্গুয়া। উপস্থিত ছিলেন উভয় দেশের স্টাফ অফিসার, কোম্পানি কমান্ডার ও ক্যাম্প কমান্ডারগণ।

বৈঠকে বিজিবি অধিনায়ক সীমান্তের ভারতীয় অংশে বিএসএফ সদস্যদের উপস্থিতিতে বিভিন্ন স্থানে পোস্ট বা বাংকার নির্মাণ এবং ১৫০ গজের মধ্যে বাঁশ ও কাঁটাতারের বেড়া স্থাপনের বিষয়ে আপত্তি জানান। এছাড়া শূন্যরেখায় ড্রোন উড্ডয়ন এবং বিএসএফ সদস্যদের উপস্থিতিতে বাংলাদেশে পুশইনের অভিযোগও তোলেন তিনি।

বিএসএফ কমান্ড্যান্ট এসব ইস্যুতে সহমত প্রকাশ করে জানান, বর্ষায় ডিউটি পরিচালনার সুবিধার্থে পুরাতন পোস্ট সংস্কার করা হলেও নতুন কোনো স্থাপনা নির্মাণ করা হচ্ছে না। পুশইনের মতো ঘটনা ভবিষ্যতে যাতে না ঘটে সে বিষয়ে তিনি সজাগ থাকার আশ্বাস দেন। পাশাপাশি চোরাচালান রোধে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া স্থাপন প্রসঙ্গে তিনি জানান, ঈদ উপলক্ষে গরু চোরাচালান বেড়ে যাওয়ায় তা প্রতিরোধে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

দু’পক্ষই সীমান্ত হত্যা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা, সীমান্ত টহল ও গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার এবং তথ্য বিনিময় অব্যাহত রাখার বিষয়ে একমত হন। বৈঠকটি সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে শেষ হয়।

বৈঠক শেষে উভয় পক্ষের কর্মকর্তারা মেইন পিলার ৯৭ ও এর আশপাশের সাব পিলার ও টি-পিলারসমূহ যৌথভাবে পরিদর্শন করেন।

ভারতে যাওয়ার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা আ.লীগের নেতা গোলাম মতুর্জা গ্রেপ্তার

ভারতে যাওয়ার সময় দর্শনা চেকপোস্টে চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগ নেতা গোলাম মতুর্জাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

রোববার (১১ মে) সকাল সাড়ে ১০টায় দর্শনা জয়নগর আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট দিয়ে ভারতে যাওয়ার সময় ইমিগ্রেশন পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে দর্শনা থানা হেফাজতে পাঠায়।

গ্রেপ্তার গোলাম মর্তুজা (৭২) চুয়াডাঙ্গা জীবননগর উপজেলার মিনাজপুর গ্রামের মৃত মেহের আলীর ছেলে। তিনি জীবননগর উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান ও জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

দর্শনা থানার ওসি শহীদ তিতুমীর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আওয়ামী লীগ নেতা গোলাম মতুর্জাকে গ্রেপ্তার করে থানায় হস্তান্তর করেছে ইমিগ্রেশন পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্স প্যারেড গ্রাউন্ডে জেলার সকল ইউনিট ইনচার্জ ও অফিসার-ফোর্সদের অংশগ্রহণে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে আটটায় চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড

অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা, বিপিএম-সেবা, অভিবাদন মঞ্চ থেকে সালামি গ্রহণ শেষে প্যারেড পরিদর্শন করেন। প্যারেড অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) কনক কুমার দাস। এ সময় পুলিশ সুপার প্যারেডে অংশগ্রহণকারী অফিসার-ফোর্সের শারীরিক ফিটনেস ও টার্নআউটের ভিত্তিতে জিএস (গুড সার্ভিসেস) মার্ক এবং অর্থ পুরস্কার প্রদান করেন।

পুলিশ সুপার প্যারেড পরিদর্শনান্তে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং জেলা পুলিশের সকল সদস্যের উদ্দেশ্যে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ এবং রেঞ্জ ডিআইজি, খুলনা প্রদত্ত নির্দেশনা বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ সকল পদমর্যাদার অফিসার-ফোর্স উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গায় আজ মৌসুমের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা

মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গায় আজ বুধবার মৌসুমের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়েছে ৩৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসের আদ্রতা ছিল ২৮। আজ বিকাল ৩টার সময় চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিস থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অধিদপ্তদরের আবহাওয়া সহকারী জামিনুর রহমান জানান, আজ মৌসুমের সর্বোচচ্চ তাপমাত্রা ৩৯.৫ ডিগ্রি পরিমাপ করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে এটি দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হবে। আগামী ২/৩ দিন এ রকম আবহাওয়া বিরাজ করবে। ২৭ এপ্রিল বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তিনি আরও জানান, বাতাসের আদ্রতা গতকালের থেকে আজ অনেক কমছিলো,

যার ফলে শরির ঘাম হচ্ছে না। গতকাল বাতাসের আদ্রতা ছিল ৬৭ এবং আজ বাতাসের আদ্রতা রয়েছে ২৮।

চুয়াডাঙ্গায় বাস-পাখিভ্যানের সংঘর্ষে পাখিভ্যান চালকসহ নিহত-২

চুয়াডাঙ্গায় অজ্ঞাত বাস-পাখিভ্যানের সংঘর্ষে পাখিভ্যান চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার ভোরে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নয় মাইল নামক স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- সদর উপজেলা কুতুবপুর গ্রামের পাখিভ্যান চালক আব্দুর রাজ্জাক (৬০), ও পাখিভ্যানের যাত্রী চাল ব্যবসায়ী মাহম্মদজমা গ্রামের খন্দারপাড়ার সারোয়ার হোসেন (৭০)।

স্থানীয়রা জানান, দুই জন ব্যক্তি সিন্দুরিয়া থেকে চুয়াডাঙ্গা- ঝিনাইদাহ মহাসড়ক দিয়ে সরোজগঞ্জ বাজারে দিকে যাচ্ছিলেন।

তারা চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নয় মাইল বাজারের নিকট পৌঁছলে চুয়াডাঙ্গা থেকে ছেড়ে আসা অজ্ঞাত একটি গাড়ির ধাক্কা লাগে। এ সময় তারা উভয় সড়কের ওপর ছিটকে পড়লে তাদেরকে পিষ্ট করে অজ্ঞাত গাড়িটি দ্রুত সটকে পড়ে। অন্ধকার থাকায় গাড়িটি সনাক্ত সম্ভব হয়নি। পরে স্থানীয়রা ও চুয়াডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি খালেদুর রহমান জানান, দুর্ঘটনায় দুজন নিহতের খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় অস্ত্র মামলায় এক ব্যক্তির ১৭ বছরের কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গায় অস্ত্র মামলায় আবুল কাশেম (৪৮) নামে এক ব্যক্তিকে ১৭ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ-১ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ আল-আমিন মাতুব্বর এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত আবুল কাশেম দামুড়হুদা উপজেলার মুন্সিপুর গ্রামের মোহাম্মদ সরদারের ছেলে।

একই মামলার অপর আসামি, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার খেজুরা গ্রামের মৃত মহর আলীর ছেলে জয়নাল (৪৫) কে খালাস দেওয়া হয়েছে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০১১ সালের ৫ মে রাত ৯টার দিকে চুয়াডাঙ্গা র্যাব ক্যাম্পের ডিএডি আফজাল হোসেনের নেতৃত্বে একটি টহল টিম সদর উপজেলার আলুকদিয়া এলাকায় দায়িত্ব পালন করছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারেন, চুয়াডাঙ্গা থেকে আলমসাধুতে করে দুজন ব্যক্তি অস্ত্র নিয়ে মেহেরপুরের দিকে যাচ্ছে।

পরে আলুকদিয়া বাজারের ইউনুছ আলী মার্কেটের সামনে পাকা রাস্তার ওপর সন্দেহভাজন আলমসাধুটিকে থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। ওই সময় আটক করা হয় দুজনকে। দেহ তল্লাশির সময় আবুল কাশেমের কোমর থেকে একটি দেশীয় তৈরি শুটারগান এবং একটি লোড করা .৩০৩ রাইফেলের গুলি জব্দ করা হয়। এছাড়াও একটি হাতুড়ি ও ১৪ ইঞ্চি লম্বা লোহার সাবল সদৃশ পাইপ উদ্ধার করা হয়।

ঘটনার সময় তার সঙ্গে থাকা জয়নালকে সহযোগী হিসেবে শনাক্ত করা হয়। ওই ঘটনায় চুয়াডাঙ্গা র্যাব ক্যাম্পের তৎকালীন ডিএডি আফজাল হোসেন বাদী হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় আবুল কাশেমকে প্রধান আসামি এবং জয়নালকে সহযোগী আসামি করে মামলা দায়ের করেন।

দীর্ঘদিন ধরে মামলাটি বিচারাধীন থাকার পর সাতজন সাক্ষীর সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আদালত আবুল কাশেমকে অস্ত্র আইনের ১৯ ধারায় ৭

বছর এবং ১৯(এ) ধারায় ১০ বছর, সর্বমোট ১৭ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করেন। অন্যদিকে, অপর আসামি জয়নালকে খালাস দেওয়া হয়।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে এপিপি অ্যাডভোকেট মানজারুল হক জোয়ার্দ্দার হেলাল এবং আসামিপক্ষে অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী সাগর ও অ্যাডভোকেট এনামুল কবীর যুক্ত ছিলেন।